

## বিপন্ন শ্রমজীবীর মানবাধিকারঃ জীবনের প্রয়োজনে, জীবিকার জন্য

শ্রমজীবী মানুষের বিপন্নতার বর্তমান প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে উপরোক্ত শিরোনামে ২৮/১১/২০১৮ তারিখ নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে একটি জরুরি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় “AWBSRU GUEST HOUSE” এ। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, মানবাধিকার কর্মী, সেলসকর্মী আন্দোলনের নেতৃত্ব, অধ্যাপক, গবেষক, শ্রমিকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সভার কাজ শুরু হয় দুপুর ২ টোয়। সভার শুরুতেই আলোচ্য সভার অন্যতম আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপন্ন শ্রমজীবী মানুষের জন্য সর্বস্তরের মানুষের এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। বিশেষতঃ শ্রমজীবীদের স্বার্থে লাগু হওয়া আইনগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় সেই লক্ষ্যে জনচেতনা গড়ে তোলার ডাক দেন। যার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ক্ষেত্রসমীক্ষা। মিনাখাঁর দৃষ্টান্তকে এক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি বলে তিনি মত দেন।

নাগরিকমঞ্চের সম্পাদক নব দত্ত জানান যে, ইতিপূর্বে পেশাগত অসুস্থতা নিয়ে ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন’ জানিয়েছিল, কারখানা মালিক কোনো মতেই দায় এড়াতে পারে না। যেখানে কারখানার মালিকানা নিশ্চিত নয়, সেক্ষেত্রে শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের দায় ও অধিকার প্রদানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারকেই নিতে হবে। ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ কারখানার দুর্ঘটনায় মারা গেলেও, বেশিরভাগ মানুষ সে সম্পর্কে অবহিত নয়! শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে কথা উঠলেও, তাদের কর্মপরিবেশের দুর্দশার কথা প্রায় অনালোচিত রয়ে যায়। ট্রেড ইউনিয়ন গুলিও এর দায় এড়াতে পারে না। তাই আমরা যদি এই বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে পারি ও তার প্রতিবেদন তৈরি করে যথাযথস্থানে অভিযোগ জানাতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই শ্রমজীবী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

সেলস কর্মী আন্দোলনের নেতা আশিসকুসুম ঘোষ, উক্ত আলোচনায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেন। এগুলি হল–

১. আমাদের লক্ষ্য কি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ না সমগ্র ভারতের শ্রমজীবী মানুষ?

২. যদি আমরা সারা ভারতের প্রেক্ষিতেও দিকে তাহলেও বলতে হয়, শ্রমজীবী মানুষের বিপন্নতা চরমো। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গুলির

ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। যেখানে শ্রমিকদের 'রোটি-কাপড়া-মকানের' লড়াই আজ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেখানে কর্মপরিবেশ নিয়ে ভাবনা কি একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে না?

৩. আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে আমরা কি বড় ট্রেড ইউনিয়ন এর দিকে যাবো নাকি বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ হয়ে এগোবো?

৪. বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমজীবীদের তুলনামূলক পরিস্থিতিকেও আমাদের মাথায় রাখা দরকার।

৫. মানবাধিকার কমিশন এক্ষেত্রে আমাদের একটা হাতিয়ার হতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নকেও পাশে থাকতে হবে।

শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির নেতা, কমল তেওয়ারী মনে করেন, এই বিষয়ে আরো গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে একটি সারাদিন ব্যাপী একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা যেতে পারে। আসন্ন জানুয়ারি মাসের প্রস্তাবিত ধর্মঘটে পেশাগত অসুস্থতার কথা তোলা হয়েছে। শ্রমিকরাই প্রশ্ন তুলছে ট্রেড ইউনিয়ন আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে যতটা ভাবিত সেই তুলনায় জীবনের অন্যান্য দিক গুলি নিয়ে তেমন একটা ভাবিত নয়। এই শূন্যস্থান গুলি ভরাট করতে বিভিন্ন সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। 'অ্যাসবেসটোসিস' কে সামনে রেখে তাদের আন্দোলনের সাফল্যকেও তিনি তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে, উঠে আসে কাপড় ও চর্মশিল্পে পেশাগত অসুস্থতার বিষয়টিও।

অধ্যাপক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আন্দোলনটা কার বিরুদ্ধে হবে সেটা ঠিক করা দরকার। মালিক কে তা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যায়। আইনগুলোকে আগে জানতে হবে, পরে জানাতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নকে আমাদের সাহায্য করতে হবে, আমাদের তাদের সাহায্যও নিতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, দিবাকর ভট্টাচার্য বলেন, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিবির করা যেতে পারে। অজয়কুমার সিং একজন প্রত্যক্ষ চটকল শ্রমিক রূপে জানান অনেকসময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন মুখ খোলে না। ৬৫-৭০% শ্রমিক পেশাগত অসুস্থতায় ভুগছে। মাঠে নেমে কাজ করার অভাব থেকে যাচ্ছে। গবেষক শক্রয় কাহারও এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

গবেষিকা অনুরাধা চক্রবর্তী মনে করেন, শ্রমিকদের জীবনযাপন প্রণালীরও বদল ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটকেও আমাদের মাথায় রাখা দরকার। শুধুমাত্র কর্মস্থল নয়, শ্রমিকদের বাসস্থানে গিয়েও আমাদের

দেখতে হবে। এটাকে শুধু শ্রমিক সমস্যা হিসেবে না দেখে বৃহত্তর সমাজে এর প্রভাব কি পড়ছে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এছাড়াও, সভায় উপস্থিত অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দে, তপন সাহা, প্রদীপ রায় প্রমুখরা তাঁদের মূল্যবান মতামত রাখেন। আলোচনায় উঠে আসে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পেশাগত অসুস্থতা সম্পর্কিত ই এস আই এর তথ্যের ভিত্তিতে যে আন্দোলন হয়েছিল তার সূত্র ধরেও আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করতে পারি।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে, সভার অন্যতম আহ্বায়ক নব দত্ত উঠে আসা বিভিন্ন প্রস্তাবের একটা নির্যাস তুলে ধরেন এইভাবে—

১. বিষয়টা সকলের সামনে উন্মুক্ত থাকলো।
২. আইন প্রয়োগ না করার জন্য সরকার দায়ী করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার।
৩. ভেবে দরকার শ্রমিক আন্দোলন কেন পশ্চিমবঙ্গের থেকে ঝাড়খন্ডে বেশি শক্তিশালী।
৪. শ্রমিকদের বস্তি থেকে সমীক্ষা শুরু করতে হবে।
৫. প্রাপ্ত তথ্য গুলির ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।
৬. মনে রাখতে হবে, শ্রমিক দাবী শুধু শ্রমিকদের নয়, এগুলি সামাজিক তথা মানবাধিকারের দাবী।
৭. শুধুমাত্র কলকারখানার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে, পেশাভিত্তিক সমীক্ষা বিশেষ জরুরি।